APR 10 20[illegible]

দৈনিক ইনকিলাব

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আওয়ামী লীগের ৫ বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-৮

দুর্নীতির আখড়া পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দ দুর্নীতিবাজকে পুনর্বহালের নির্দেশ

শিক্ষামন্ত্রীর এফআইআর দায়েরের নির্দেশও কার্যকর হয়নি

আবদুল মালেক ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতার দলিল যে ভবনে সংরক্ষিত- সেই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দফতর অনিয়ম-দুর্নীতির আখড়া হয়ে আছে বছরের পর বছর। সেখানে যেন 'যে যায় লংকা, সে হয় রাবণ'। সেখানকার চাঞ্চল্যকর সার্টিফিকেট ও ফলাফল জালিয়াতির সুরাহা হয়নি ৬ বছরেও। কর্মকর্তাদের চরম দায়িত্বহীনতায় নষ্ট ও হারিয়ে যাচ্ছে মূল্যবান দলিলপত্র। ২১ হাজার নতুন সার্টিফিকেট নিয়ে গত ৩ বছর ধরে চলছে প্রশাসনিক যাদুযুদ্ধ। অবাক হওয়ার বিষয় যে, দুর্নীতির দায়ে চাকরিচ্যুত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং চ্যান্সেলর। সম্প্রতি যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তা আরও চাঞ্চল্যকর।

চট্টগ্রাম ভার্সিটির ফলাফল ও সার্টিফিকেট জালিয়াতি সর্বপ্রথম গোচরে আসে ১৯৯৪ সালে। সে সময় '৯২ সালের বিএ (পাস) পরীক্ষা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক এএসএম আবদুল খালেক অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপন করেন। অভিযোগ তদন্তে গঠিত কমিটি জালিয়াতির ঘটনা নিশ্চিত করে। এর ভিত্তিতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক লতিফ খানসহ ৫ জন কর্মকর্তা চাকরিচ্যুত হন এবং ডেপুটি রেজিস্ট্রার আহমেদুল হক চৌধুরী ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হন। নতুন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আসার পর জালিয়াতির এক একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য ধরা পড়ে। ফলে '৯৬ সালের এপ্রিলে সিন্ডিকেটের ৩০১তম সভা ১৯৮৩-৯২ পর্যন্ত ১০ বছরের পরীক্ষার ফলাফল তদন্তে ড. মুহাম্মদ আবু সালেহের নেতৃত্বে ৪ সদস্যের কমিটি গঠন করে। জালিয়াতি এমন ভয়াবহ ছিল যে, ৪ জনের পক্ষে তদন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে। ফলে কমিটি আরও ২০ জন শিক্ষকের সহায়তায় ৫টি গ্রুপ ও ১০টি উপগ্রুপে তদন্ত চালায়। ৬ মাস পর তারা সে বছর অক্টোবর মাসে এক অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট প্রদান করেন। এতে বলা হয়, ১৯৮৮-৯২ পর্যন্ত মাত্র ৫ বছরের ফলাফলেই ১ হাজার ৪শ' ৩২টি অনিয়ম ধরা পড়েছে। অনিয়মের মধ্যে রয়েছে ফেল করা/রেফার্ড পাওয়া বা অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীদের পাস দেখানো এবং সে মতে মার্কশীট, সার্টিফিকেট ইস্যু। এমনকি, পরীক্ষায় অনুপস্থিতি থেকেও পাস সার্টিফিকেট পেয়েছে অনেকে। সূত্র মতে, এসব অনিয়ম তদন্তে প্রধান সহায়ক ছিলেন তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক। এতে জালিয়াতির ঘটনার সাথে জালিয়াত চক্রের নামও প্রকাশ পেতে থাকে। কিন্তু '৯৬ সালের শেষে ভার্সিটিতে নতুন প্রশাসন আসার পর প্রশাসনিক রদবদলের ধারায় তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে সরিয়ে অধ্যাপক শাহ মোহাম্মদ শফিক উল্লাহকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব দেয়া হয়। এরপর সংশ্লিষ্ট কর্তাদের অসহযোগিতায় তদন্ত কাজ ব্যাহত এবং তদন্ত কমিটির তৎকালীন সদস্যরা তদন্ত কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন বলে জানা যায়। ফলে নতুন নতুন তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু অদ্যাবধি তার কোন সমাধান হয়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, রেজিস্ট্রেশন নম্বর জালিয়াতি দুর্নীতির একটি প্রধান সূত্র। সে জন্য সাবেক ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক রেজিঃ নম্বর যাচাইয়ের মাধ্যমে অনিয়ম উদঘাটনের জন্য রেজিঃ নাম্বার সংযুক্ত সার্টিফিকেট ইস্যুর উদ্যোগ নেন। সেই প্রক্রিয়ায় তেজগাঁওস্থ দেশের নিরাপত্তা মন্ত্রণালয় থেকে চট্টগ্রাম ভার্সিটির জন্য ২১ হাজার সার্টিফিকেট ছাপা হয়। কিন্তু

বর্তমান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এই সার্টিফিকেটগুলো ইস্যু করতে আপত্তি তোলেন। '৯৮ সালের মার্চে ভিসিকে তিনি জানান যে, অতীতে সার্টিফিকেটে রেজিঃ নম্বর ছিল না তাই রেজিঃ নম্বরযুক্ত সার্টিফিকেট ইস্যু করলে আগের সব সনদপত্রের বৈধ্যতার প্রশ্ন উঠবে। এছাড়া একই রেজিঃ নম্বর, একই পরীক্ষায় একই সেশনে একাধিক পরীক্ষার্থীর অনুকূলে বার বার বরাদ্দ হয়েছে। তাই মূল সনদে একই রেজিঃ নম্বর একাধিক ছাত্রের নামে ব্যবহার আইনত সমীচীন হবে না। ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের এই নোটেই প্রমাণ মেলে রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত অনিয়ম কত ব্যাপক ও ভয়াবহ। এছাড়া আগের সনদপত্রের বৈধতার প্রশ্ন উঠবে বলে তার আশঙ্কাও রহস্যজনক। তারপরও '৯৮ সালে ৩৩২তম সিন্ডিকেট সভায় রেজিঃ নম্বর ছাড়াই সার্টিফিকেট ইস্যুর সিদ্ধান্ত হয়। ফলে অবৈধ সার্টিফিকেট ইস্যুর পথ আবারও উন্মুক্ত হয় বলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণ মত প্রকাশ করেছেন। বিষয়টি অনুধাবন করে

পরবর্তীতে সিন্ডিকেট সভায় সিদ্ধান্তটি স্থগিত করা হয় এবং ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের উত্থাপিত তথ্যাবলী যাচাইয়ের জন্য প্রফেসর আনোয়ারুল আজিম আরিফের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু এই কিমিটির রিপোর্ট বা তৎসংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের হাল অজ্ঞাত রয়ে গেছে। এভাবেই ভার্সিটিতে হাজার হাজার সার্টিফিকেট জালিয়াতির চাঞ্চল্যকর ঘটনা চাপা পড়ে আছে এবং অবৈধ সার্টিফিকেট ইস্যু অব্যাহত আছে বলে অভিযোগ রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যায়, ১৯৮৫-৮৬ সেশনে ২৭,৪০৪ নম্বর

র না। তাই কৃষি
হলে কৃষকদের
শ্চিত করতে হবে।
জায় থাকবে এবং
াশা করি, সংশ্লিষ্ট
ন এবং তাদের

হোসেন (ফরিদ), বর্ষ, ১ম সেমিস্টার, শাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রত্যাশা

হিসেবে আমাদের
নটি পালিত হয়ে
আধুনিক চিকিৎসা
গর প্রতিচ্ছবি, আর
রল্যান্ড সরকারের
চিকিৎসা অনুষদ
কজন চিকিৎসকের
সা সেবা পায় সেই
মক একটি প্রকল্প
টর বাস্তবমুখী ফল
তখনই. তৎকালীন
দেয় এবং আর্থিক

ন বাধ্য করা হয়।
ডাক্তার সৃষ্টির পথ
করে, রাষ্ট্রায়ত্ত
ন্ন নামের ট্রেনিং
গড়ে এবং তাদের
ক ফায়দা হাসিল
চ্ছাচারিতার দিকে

উন্সিলের" প্রচলিত
তুয়া চিকিৎসকদের
ছে।
ইঙ্গিতে সরকারী ও
হভাগই চোরাপথে
কারদের মাধ্যমে।
ন থাকলেও বাস্তবে,
ও বর্তমান সরকার
লেও স্বেচ্ছাচারিতা
না বরং এক শ্রেণীর
ফার্মেসি কাউন্সিল
লের আইনে ...

প্রায় তিন কে
চিঠি পৌছান।
আশংকা থাকে
সৃষ্টি হয়। তাছ
দূরবর্তী ডাক
এমতাবস্থায়
সুবিধার্থে এক
কর্তৃপক্ষের দৃ

পে

সাং

আমরা দশমি
ইউনিয়ন, বে
ডাকঘর বেতা
লিখছি। তাছা
গ্রামের অনেবে
আদান-প্রদানে
কোন ডাকঘর
ডাকঘরটি বে
পোস্ট মাস্টারে
গ্রামের কোন
মনিঅর্ডার য
অনেকেই ভীষ
পূর্বের স্থানে স্থ
পাওয়ার জন্য

রাজধানীর বা
এলাকা। ভাটা
এলাকার মানু
জন্য নতুন
অঞ্চলের মানু
যাদের অধিকা
আত্মীয়-স্বজন
করে থাকেন
এখনো কোন
মানুষকে ওল
একদিকে এ
ব্যয়বহুলতার
হয়। বিশেষ ব